যুগান্তর

তারিখ ... 25 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

প্রকাশকদের নতুন তথ্য : বিপুল সংখ্যক পাঠ্যবই অবিক্রীত

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রকাশকরা তাদের গুদামে চলতি বছরের বই অবিক্রীত থাকার কথা জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করলেন। আগামী বছর প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে বিনামূল্যে বই দেয়ার ইস্যুকে সামনে রেখে রোববার মন্ত্রণালয়ে সভা ডাকা হয়েছিল। বৈঠক সূত্র জানিয়েছে, বৈঠকে উপস্থিত শিক্ষা সচিব অবিক্রীত বইয়ের সংখ্যা জানানোর জন্য প্রকাশকদের পরামর্শও দিয়েছেন। এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে এখনও সারাদেশে বই সংকটের ধুয়া তুলে বাড়তি অর্থ আদায় হচ্ছে কেন?

প্রকাশক ও মুদ্রকদের নিয়ে ডাকা ওই সভা একাংশ বর্জন করে। এ কারণে মতবিনিময় সভাটি মূলত মন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে পরিণত হয়। প্রকাশনা জগতের তিনটি সমিতির মধ্যে দুটি সমিতির নেতারা এতে যোগদান করেন। মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষের পরিবর্তে মন্ত্রী তার দফতরে বৈঠকটি করেন। বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি আবু তাহের বৈঠকে অংশ না নেয়ার ব্যাপারে সাংবাদিকদের বলেন, এনসিটিবি প্রকাশকদের যে তালিকা করেছে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন তারা এজন্যই তার সমিতি ওই বৈঠক বর্জন করেছে।

জানা গেছে, সাক্ষাতে পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা খাতের নেতারা অভিযোগ করেন, আগামী বছরের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের প্রায় ১০ কোটি পাঠ্যবই ছাপার কাজ নিয়ে সরকার এখনও প্রস্তুতি নিতে পারেনি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) বিলম্বকারণে সময় পার করছে। সময়মতো শিক্ষার্থীদের বই দিতে না পারলে প্রকাশকদের ঘাড়ে এসে দোষ চাপে। এনসিটিবির কারণে বই দিতে দেরি হলে এবার তারা কোন দায়-দায়িত্ব নেবে না।

বৈঠকে যোগদানকারী বাংলাদেশ পুস্তক মুদ্রক ও বিপণন সমিতির সভাপতি তোফায়েল খান জানান, তারা তাদের অসন্তুষ্টির কথা মন্ত্রীকে জানিয়েছেন। প্রাথমিক স্তরের বই ছাপার কাগজ এনসিটিবির গুদামে মজুত থাকলেও এখনও অজ্ঞাত কারণে টেন্ডার ডাকা হচ্ছে না। এতে বই ছাপতে দেরি হচ্ছে। আবার মাধ্যমিকের বই শুনেছি বিভাগীয় ও জেলা সদরে টেন্ডার ডাকা হবে। তিনি বলেন, তারা মন্ত্রীকে বলেছেন, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ৩৫ লাখ টাকা ব্যাংক জামানত রাখার ক্ষমতাসম্পন্ন প্রেস কতটি আছে তা বিবেচনায় নিতে। একই সঙ্গে প্রেসগুলোর নিজস্ব বাইন্ডিং কারখানা আছে কিনা তা জানতে।

বৈঠক সূত্র জানায়, প্রকাশকদের কেউ কেউ মন্ত্রীকে জানান, মাধ্যমিক স্তরের গত বছরের বিপুল পরিমাণ পাঠ্যবই অবিক্রীত থাকার কারণে তাদের হাতে এখনও পর্যাপ্ত বই মজুদ রয়েছে। এতে তাদের বিপুল ক্ষতির শিকার হতে হবে। এ সময় শিক্ষাসচিব সৈয়দ আতাউর রহমান বলেন, আপনাদের কার কত পরিমাণ বই অবিক্রীত রয়েছে তা লিখিতভাবে এনসিটিবিকে জানান। বিষয়টি কি করা যায় তা তারা পরে দেখবেন। সবশেষে উপস্থিত প্রকাশক নেতারা বিনামূল্যে মাধ্যমিকের বই শিক্ষার্থীদের দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান। এ কাজে তারা সরকারকে সহযোগিতা করবেন বলেও জানান।

সভায় অংশ নেন এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামাল উদ্দিন, বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি রব্বানী জব্বার, সাধারণ সম্পাদক কাজী আবদুল অদুদ, আগামী প্রকাশনীর মালিক ওসমান গনি, বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিপণন সমিতির উপদেষ্টা শহীদ সেরনিয়াবাত ও সভাপতি তোফায়েল খান, প্রকাশক এসএম মহসিন।